দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 APR 2012
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩

প্রবন্ধ

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকারের ভূমিকা

অধ্যক মাওলানা শাব্বীর আহ্‌মদ মোমতাজী

ইসলামী শিক্ষা যা আমাদের দেশে 'মাদরাসা শিক্ষা' নামে পরিচিত, তার সূচনা মূলত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে। মক্কী জীবনে তিনি দারে আরকাম এবং মাদানী জীবনে মসজিদে নববীতে শিক্ষাদানের মহান কাজ আঞ্জাম দেন। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তাই ইসলামী শিক্ষার পরিসরও ছিল ব্যাপক। পার্থিব জীবন ও পরলৌকিক জীবনকে সুন্দর করা, তথা জীবনের সার্বিক প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করাই ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর ওফাতের পরে ইসলামী বিস্তারের যেমন ব্যাপক প্রসার ঘটে, তেমনই ইসলামী শিক্ষারও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মুসলমানগণ যেমন কোরআন, হাদিস, উসূল ফিকহের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যুগের ধর্মীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে এর চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। আলজাবেরের মতো গণিতবিদ, ইবনে সিনার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানী, আল কেমির মতো রসায়নবিদ, বাওয়ারিজির মতো ভূ-তত্ত্ববিদ, আবু রুশদ, গাজ্জালী, তুসী, আল-বিরুনীর মতো বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, রুমি, হাফিজ, খাইয়্যামের মতো কবি ও মনীষীগণ শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সোনালী যুগ সৃষ্টি করেন। মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনক বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কালক্রমে ইসলামী শিক্ষা সেই গৌরবময় ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, বৈষয়িক বিষয়াবলীতে উৎকর্ষ লাভের দিকটি উপেক্ষিত হতে থাকে। এভাবে ধর্মীয় শিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা দুটি আলাদা রূপ পরিগ্রহ করে। এ দু'য়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এটা মুসলিম জাতির জন্য কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না। আজ মুসলমান দেশের সংখ্যা, জনসংখ্যা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার পরও তারা পশ্চাৎপদ। এ দুরবস্থা কাটিয়ে অতীতের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার বিকল্প নেই। মাদরাসা শিক্ষায় কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের যেমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ আধুনিক বৈষয়িক বিষয়াবলীতেও পারদর্শিতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এক কথায় দুনিয়ার হাসানা বা কল্যাণ ও আখিরাতের হাসানা বা কল্যাণ উভয় জগতের কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা বিধানই হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য।

এ লক্ষ্য অর্জন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ জন্য অগ্রসর হতে হবে ধাপে ধাপে। সাধন করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রতিষ্ঠা মূলত এ উদ্দেশেই। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এ সংগঠনের জন্ম হয়। দেশের পীর-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম মাদরাসা শিক্ষকদের একটি প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে অরাজনৈতিকভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর হযরত মাওলানা এমএ মান্নান (রহ.) এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে একে বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত করে তোলেন এবং ব্যাপক উদ্যম ও গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করেন। দেশের ইবতেদায়ী থেকে কামিল স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকার অনুমোদিত সকল মাদরাসার প্রায় ৩ (তিন) লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ও সংগঠনের সদস্য।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামী মূল্যবোধের উজ্জীবন, ইসলামী আদর্শের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং ইসলামী শিক্ষা উন্নয়নে ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এ দেশকে ওআইসির সদস্যভুক্ত করেন। বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণা দেন। রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিণত করে ঘোড়দৌড় জুয়া বন্ধ করেন। মদ নিষিদ্ধ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সংস্কারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ধারাকে করে তোলেন আরো বেগবান। মোট কথা, ইসলামী তথা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের অবদান অনন্য ও অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপির ভূমিকা বিশেষভাবে গৌরবদীপ্ত। তার দিকনির্দেশনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডসহ শিক্ষা বিভাগীয় সকলের অবদান ঐতিহাসিক।

> *মুসলমানদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জনক বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু কালক্রমে ইসলামী শিক্ষা সেই গৌরবময় ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, বৈষয়িক বিষয়াবলীতে উৎকর্ষ লাভের দিকটি উপেক্ষিত হতে থাকে। এভাবে ধর্মীয় শিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষা দুটি আলাদা রূপ পরিগ্রহ করে। এ দু'য়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়।*

যার প্রতিফলন বর্তমান সরকারের একটি সফল জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। শিক্ষানীতির মাদরাসা শিক্ষা অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 'মাদরাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবন ধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে। তার জন্য যথার্থ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করা হবে।' শিক্ষানীতির কৌশল অধ্যায়ের ১নং কলামে বলা হয়েছে, 'বর্তমান মাদরাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।' এ শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বেশ কিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের ৩১টি মাদরাসায় ৫টি বিষয়ে অনার্স চালু করা, যা দেশ-বিদেশে সর্বত্র মহলে, প্রশংসিত হয়েছে। অনার্স ১ম বর্ষের পরীক্ষা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

সরকারের আন্তরিকতায় নিম্নলিখিত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে–

১। পয়লা জানুয়ারি উৎসবমুখর পরিবেশে ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হয়েছে। (২) মাদরাসা শিক্ষায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। ৩। দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদরাসা প্রধানদের বেতন বৈষম্য দূর করা হয়েছে। ৪। এবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী এবং দাখিল ৮ম শ্রেণীতে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫। সাধারণ শিক্ষার ন্যায় ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সরকারিভাবে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ৬। দেশের ৩৫টি নাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৭। ১০০০ (এক হাজার) মাদরাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৮। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্থগিতকৃত টাইমস্কেল চালু করা হয়েছে। ৯। সাধারণ শিক্ষার শিক্ষকদের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষকদের জন্য বিএমএড এবং এমএড প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রবর্তন করা হয়েছে। ১০। দাখিল ও আলিম মাদরাসায় একজন করে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ অন্তর্ভুক্তকরণ। ১১। সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রমের ন্যায় মাদরাসা শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা করা এবং সৃজনশীলের ওপর বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২। মাদরাসা শিক্ষা ধারায় ধর্মীয় ও আরবি বিষয়ের শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ১৩। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে মাদরাসা শিক্ষাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি দলকে ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও পশ্চিম বঙ্গের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছে। ১৪। সাধারণ শিক্ষার সাথে মিল রেখে দুই বছর মেয়াদি ফাজিল শ্রেণীকে তিন বছর মেয়াদি শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ এএমএম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে দেশের